## বিনামূল্যে প্রাপ্তিস্থান

বাড়ি নং ১০, রোড নং ৩,
রোজ ভ্যালী আবাসিক এলাকা,
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১৩-১১৫৬০১
০১৮৪১-২৪৪৩৫৫

মুদ্রণে: হার্ট অফ মাল্টিমিডিয়া, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৭৪২-৩১৮০১৬

# তাওয়াফ ও যেয়ারত

(হজ্ব, ওমরা ও যেয়ারতকারীগণের জন্য)



আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

## লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ (ত্রয়োদশ প্রকাশ) ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
- হজ্ব ও যেয়ারত-২০০২ খ্রিস্টাব্দ
- গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
  ২য় প্রকাশ - ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, ৩য় প্রকাশ - ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
- চট্টগ্রামের কথা-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
- মক্কতুব্বাতে হামেদী-মজিদী-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
- গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
- পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খণ্ড-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
  মোবারক স্মৃতি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
- শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
  ৪র্থ প্রকাশ-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
- Shan-E-Waisi (Published from India)-2007
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খণ্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন) ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
- Hajj: Omrah: Ziarah-2007
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খণ্ড -২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
- ধর্মকথা ১ম খণ্ড-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
- আস্তানায়ে দরবারে গারাংগিয়া ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
- ওসমানীয় সম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
- শানে রহমতুল্লিল আলামীন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ)
- পারস্য থেকে ইরান ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (২য় খণ্ড) ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- Turkey: An Osmanian Empire 2012
- শানে ওয়াইসী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত) ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- নিশ্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন : ইতিকথা - অধিকাব - দাবী-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
- ইস্তাম্বুল কোনিয়ার পথে প্রান্তরে-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
- In and Around Istambul & Konya- 2015

## প্রকাশের পথে

- ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম
- হেজাজ থেকে নৌদি আরব
- ভারত মহাসাগরীয় দেশে দেশে
- ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (৩য় খণ্ড)
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ২ খণ্ড (ইয়েমেন)
- পশ্চিমবঙ্গের অটনিয়ায়ে কেরাম
- ধর্মকথা-২য় খণ্ড
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৮ম খণ্ড
- চট্টগ্রাম ও ৪৩ -এর দুর্ভিক্ষ
- মানবতা
- ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

# তাওয়াফ ও যেয়ারত

**(হজ্ব, ওমরা ও যেয়ারতকারীগণের জন্য)**

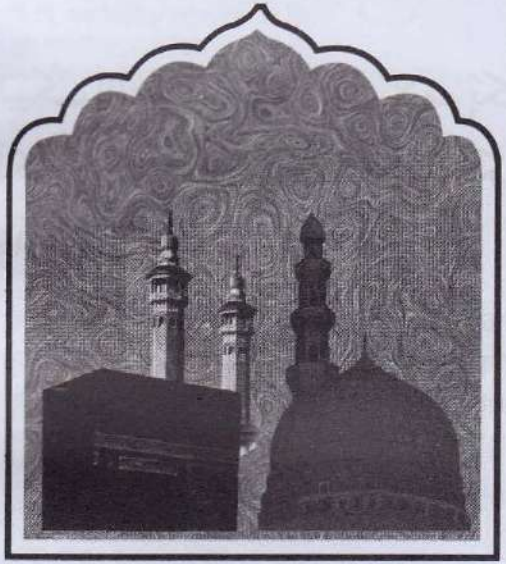

**আহমদুল ইসলাম চৌধুরী**

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ
لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ ـ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মূলকা লা শরীকা লাক।


- প্রকাশক :

**মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম**

ম্যানেজিং পার্টনার
মেসার্স জাকির হোসাইন
টি.বি.এল জাকির হোসাইন জে.ভি
মুন লাইট ক্যানডেলিয়া
সি-২ (৩য় তলা), রোড # ২, ব্লক # ই, ৯৬, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-৩১৪৪৮৬, ০১৯৭৯-৩১৪৪৮৬
Email : adu_ctg@yahoo.com

- সার্বিক সহযোগিতায় :

মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম

- ১ম প্রকাশ : ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
- ২য় প্রকাশ : ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
- ৩য় প্রকাশ : ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
- ৪র্থ প্রকাশ : ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
- ৫ম প্রকাশ : ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
- ৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
- ৭ম প্রকাশ : ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
- ৮ম প্রকাশ : ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
- ৯ম প্রকাশ : ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- ১০ম প্রকাশ: ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
- ১১তম প্রকাশ : ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
- ১২তম প্রকাশ : ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
- ১৩তম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
- ১৪তম প্রকাশ : মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
- **মুদ্রণে: হার্ট অফ মাল্টিমিডিয়া** আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ০১৭৪২-৩১৮০১৬
- বিনামূল্যে হাদিয়া প্রদান

হজ্জের ছয় দিনে ওকুফ সমূহের গ্রাফিক বিবরণী



# সমর্পণ

লেখকের মাতা-পিতা ও
প্রকাশকের পিতার
রফে' দরজাত কামনায় অত্র
"তাওয়াফ ও যেয়ারত" পুস্তকখানা
মহান আল্লাহর দরবারে
সমর্পণ করা হল

# লেখকের কথা

হজ্ব, ওমরা ও যেয়ারতকারী প্রিয় ভাই-বোনেরা আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসা "তাওয়াফ ও যেয়ারত" পুস্তকখানা পাঠকের হাতে পেশ করে আসছি। পর পর ১৩তম প্রকাশের পর পুনরায় ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৪তম প্রকাশ প্রকাশিত হলো। হজ্ব, ওমরা ও যেয়ারতের সফরে পুস্তকটি যথাযথ দোয়া-দরুদ সম্বলিত হওয়ায় আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা সর্বমহলে সমাদৃত হয়।

দেশের বহু বিজ্ঞ আলেমও এ পুস্তিকার প্রকাশ বারে বারে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। অনেকের কাছ থেকে দোয়াগুলোর বাংলা উচ্চারণ সংযোজন করার পরামর্শও আসতে থাকে। পরবর্তীতে সায়ীর দোয়া সমূহের বাংলা উচ্চারণ



দেয়ার অতি আবদার আসতে থাকায় তা সন্নিবেশিত হল। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উচ্চারণ ও প্রাসঙ্গিক আরো কিছু বিষয় সংযোজনসহ বর্ধিত আকারে প্রকাশের প্রয়াস পেলাম।

আশা করি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সায়ী এবং পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় রওজা পাকে সালামসহ হজ্ব, ওমরা ও যেয়ারতে সহায়ক হবে।

এ পুস্তিকার উসিলায় মহান আল্লাহপাক আমার মরহুম পিতা-মাতাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমিন।

**আহমদুল ইসলাম চৌধুরী**
১০, রোজ ভ্যালী আবাসিক এলাকা
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৭১৩-১১৫৬০১
০১৮৪১-২৪৪৩৫৫
E-mail : aislam@kbhouse.info
www.kbhouse.info

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ঈমানের পর ইসলামের চার বড় ফরজ, যথা -১। নামাজ ২। রোজা ৩। হজ্ব ও ৪। যাকাত। অতএব, হজ্বও অন্যতম একটি ফরজ।

পবিত্র কালামে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً۔

উচ্চারণ : ওয়া লিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস তাতাআ' ইলাইহি সাবীলা।

অর্থ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর গৃহ যেয়ারত করা সে সব মানুষের উপর ফরজ, যাদের তথায় পৌঁছবার মত সংগতি আছে।

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, যার প্রকাশ্য শরয়ী কোন ওযর বা অভাব নেই, জালেম সরকার যাকে আটকে রাখেনি অথবা রোগ যাকে শয্যাশায়ী করে রাখেনি, সে যদি হজ্ব না করে মারা যায়, তবে সে ইহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক (তাতে কিছু যায় আসে



না)।

"যে আমার কবর যেয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।"

"আমার তিরোধানের পর যে হজ্ব করতঃ আমার কবর যেয়ারতে আসবে, সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।"

"যে হজ্ব করল অথচ আমার যেয়ারত করল না সে আমার সঙ্গে অবিচার করল।"

"যে আমার যেয়ারত করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার পড়শী হয়ে থাকবে।"

"যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকভাবে (মাঝখানে কোন ওয়াক্ত বাদ না দিয়ে) পড়বে তাকে আখেরাতে জাহান্নামের আজাব হতে এবং দুনিয়াতে মোনাফেকী নামক ব্যাধি হতে মুক্তি দেয়া হবে।"

# হজ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**হজ্বের প্রকারভেদ :** হজ্ব তিন প্রকার, যথা -

১। ক্বেরান ২। তামাত্তো ৩। এফরাদ।

**১। ক্বেরান :** মীকাতের বাহির থেকে হজ্ব ও ওমরার একসাথে নিয়তসহ এহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামা পৌঁছে ওমরা শেষ করে এহরাম অবস্থায় থেকে হজ্বের সময় হজ্ব করা।

**২। তামাত্তো :** মীকাতের বাহির থেকে প্রথমে শুধু ওমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে ওমরা শেষ করে এহরাম মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে হজ্বের জন্য অপেক্ষায় থাকা। হজ্বের সময় হলে পুনঃ হজ্বের নিয়তে এহরাম বেঁধে হজ্ব করা।

**৩। এফরাদ :** মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকারী ওখান থেকে আর মীকাতের বাহিরের লোকজন মীকাতের বাহির থেকে শুধু হজ্বের জন্য এহরাম পরে মক্কা মুকাররমা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করে হজ্বের সময় আসলে হজ্ব করা।

**বি.দ্র.** এফরাদ হজ্বের চেয়ে তামাত্তো হজ্ব উত্তম। তামাত্তো হজ্বের চেয়ে ক্বেরান হজ্ব উত্তম।



# হজ্বের ফরজ

**হজ্বের ৩ ফরজ যথা :**

(১) হজ্বের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধা (২) ৯ যিলহজ্ব দুপুর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতে অবস্থান করা। (৩) ১০ থেকে ১২ যিলহজ্বের মধ্যে কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

# হজ্বের ওয়াজিব

**হজ্বের ওয়াজিব ৬টি যথা :**

(১) সাফা-মারওয়া সায়ী করা (২) ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মুজদালিফায় পৌঁছে সোব্হে সাদেকের পর কিছুক্ষন অবস্থান করা (৩) ১০,১১,১২ যিলহজ্ব নিয়ম মতে (শয়তানের প্রতি) পাথর নিক্ষেপ (রমি) করা (৪) হজ্বে তামাত্তো ও ক্বেরানকারীগণ দমে শুকরিয়া (হজ্বের কোরবানী) করা (৫) ১০ যিলহজ্ব এহরাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা। ৬। মক্কা মুকাররামার বাহিরের হজ্বযাত্রীগণ হজ্বের পর মক্কা মুকাররামা থেকে বিদায়কালীন তাওয়াফ (তাওয়াফে সদর) করা।

উল্লেখ্য, ফরজ ছেড়ে দিলে হজ্ব হবে না। ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে।

## ওমরার বিবরণ

ক্বেরান বা তামাত্তু হজ্বযাত্রী হলে হজ্বের অঙ্গ হিসেবে ওমরাহও আদায় হয়ে যায়। এমনিতে হজ্বের সফরে অনেকে পৃথক ভাবে ওমরাহ করে থাকেন অধিক ছওয়াব পাওয়ার প্রত্যাশায়।

বর্তমানে হজ্বের সফর ছাড়াও সারা বছর ওমরাহ ও যেয়ারতের নিয়তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী পবিত্র আরব ভূমিতে গমন করছেন। রমজান মাসে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ থেকে ও হাজার হাজার নর-নারী ওমরাহ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করছেন। রমজানে এক ওমরাহ এক হজ্বের সওয়াব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক হজ্বের সাথে সাথে ওমরারও গুরুত্বারোপ করেছেন। হজ্বের পাশাপাশী ওমরাহকারীগণও আল্লাহর সম্মানিত মেহমান। নবী পাক (স.) এরশাদ করেছেন- হজ্ব ও ওমরাহকারীগণ আল্লাহর কাছে যা দোয়া করেন তিনি তা কবুল করেন এবং যদি ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

মী'কাত ও হুদুদে হারম এর বাহির হতে নিয়ত করে



ওমরাহ করা হয়। তবে হুদুদে হারমের বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ করতে আসার চেয়ে মীকাতের বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ করতে আসতে পারাটা অধিকতর উত্তম।

**ওমরাহ'র নিয়ত :**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফায়াস্‌সিরহা লী ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরার ইচ্ছা করছি। তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

### ওমরাহ'র ফরজ দুইটি :

১। মী'কাত বা হুদুদে হারমের বাহির হতে এহরাম বাঁধা, নিয়ত করা ও তালবীয়া (লাব্বাইক...) পাঠ করা।

২। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

**ওয়াজিব দুইটি :**

১। সাফা-মারওয়া সা'য়ী করা।

২। মাথা মুন্ডানো অথবা চুল কাটা।

**ওমরাহ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :**

মীকাত বা হুদদে হারমের বাহির থেকে এহরাম বেঁধে ওমরার নিয়ত করে তিনবার তালবিয়া (লাব্বাইক...) পড়বেন। অতপর কাবা শরীফ পৌঁছে সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করবেন। এরপর মকামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা মাতাফের অন্য কোন স্থানে ২ রাকাআত ওয়াজিবু ত্বাওয়াফ নামাজ পড়বেন। অতপর সাফা-মারওয়া সাতবার সায়ী করে মাথার চুল মুণ্ডায়ে অথবা কেটে ওমরাহর আহকাম সমাপ্ত করবেন।



## ছয়দিন ব্যাপী হজ্ব কার্যক্রম

ক্বেরান ও এফরাদ হজ্বযাত্রীগণ মক্কা মুকাররমা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের অপেক্ষায় থাকবেন। তামাত্তো হজ্বযাত্রী হলে পবিত্র মক্কায় পৌঁছে ওমরার আহকাম শেষ করে এহরাম মুক্ত হবেন। এরপর মক্কা মুকাররামা থেকে মিনায় রওয়ানা হবার আগে হজ্বের নিয়তে এহরাম পরে নিবেন।

**৮ জিলহজ্ব :** বাদে ফজর রওয়ানা হবেন মক্কা মুকাররামা থেকে প্রায় ৫ কি. মি. পূর্ব-দক্ষিণে মিনায়। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত পরপর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়া সুন্নাত এবং মিনায় রাত্রি যাপন করাও সুন্নাত।

**৯ যিলহজ্ব :** বাদে ফজর মিনা থেকে রওয়ানা হবেন প্রায় ৬ কি. মি. দক্ষিণে আরাফাতের উদ্দেশ্যে। যোহর ও আছর নামাজ আরাফাতে পড়বেন। আরাফাতের মসজিদে নমেরাতে জামাতে নামাজ পড়লে ইমাম সাহেবের পেছনে এক আজান দুই একামতে পরপর ২ রাকাআত করে ২

ওয়াক্তের ৪ রাকাআত ফরজ নামাজ কছর (সুন্নাত বাদে) করে পড়বেন। আর তাঁবুতে পড়লে আমাদের হানাফী মাযহাবের নিয়মে পড়বেন।

৯ যিলহজ্ব সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাত দোয়া কবুলের অন্যতম স্থান। যতটুকু পারা যায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া দরুদ পাঠ ও কান্নাকাটি করা চাই।

৯ যিলহজ্ব সূর্য অস্ত যাবার পর আরাফাত থেকে প্রায় ৪ কি.মি.পশ্চিমে মুযদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে এবং মুযদালেফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা (এশা ওয়াক্তে) এক আজানে দুই এক্বামতে পরপর পড়বেন। তারপর মাগরিব ও এশার সুন্নাত পড়বেন। আর মিনায় শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য ৪৯টি পাথর মুযদালেফা থেকে সংগ্রহ করে নেবেন। মুযদালেফায় অবস্থান ওয়াজিব। মুযদালেফায় অবস্থান করে ফজরের নামায পড়ে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে কিছুটা পশ্চিমে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।



১০ যিলহজ্ব : (১) মিনায় পৌঁছে বড় শয়তানের প্রতি ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা (২) তামাত্তো বা ক্বেরান হাজী হলে হজ্বের কুরবানী দমে শুকরিয়া (আর্থিক অক্ষম হলে রোজার ব্যবস্থা আছে) করা। (৩) মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা (এরপর এহরাম মুক্ত হওয়া) (৪) ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব এর মধ্যে মক্কা মুকাররামা গিয়ে (হজ্বের ফরজ তথা রুকন) তাওয়াফে যেয়ারত করা।

১১ যিলহজ্ব : সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে প্রথমে ছোট তারপর মেঝ অতপর বড় শয়তানের প্রতি ৭টি করে পরপর ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)। ১০ ও ১১ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপের সময় শুধু-"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বললে চলবে।

১২ যিলহজ্ব : সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ১১ যিলহজ্বের নিয়মে তিন শয়তানের প্রতি ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে সূর্য

অস্তের আগে মিনার সীমানা ত্যাগ করা।

**বি.দ্র.:** ১২ যিলহজ্ব মিনায় অবস্থান করে ১৩ যিলহজ্ব ১১ ও ১২ যিলহজ্বের মত ৩ শয়তানের প্রতি ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা সুন্নাত। কিন্তু ১২ যিলহজ্ব মিনা ত্যাগ করা প্রচলন হয়ে গেছে। আর মোয়াল্লেমগণও ১২ তারিখ দুপুর থেকে মিনায় তাদের ব্যবস্থাপনাও গুটাতে শুরু করেন। অতএব, হজ্ব কার্যক্রমে ১৩ তারিখের কথা তেমন আসে না।



## সফরে বের হবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মাচহাবনা ফি সফরিনা ওয়াখলুফনা ফি আহলিনা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়া'ছায়িস সফরে ওয়া কা'বাতিল মুনকালাবে ওয়া মিনাল হাউরে বা'দাল কাউরে ওয়া মিন দা'ওয়াতিল মাজলুমে ওয়া সূয়ীল মানযারে ফিল আহলে ওয়াল মাল।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমার সঙ্গী ও আমার পশ্চাতে আমার পরিবারের তত্বাবধায়ক। ইয়া আল্লাহ! সফরে আমাদের সঙ্গী হোন ও পশ্চাতে আমাদের পরিবারের তত্বাবধায়ক হোন। ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাইতেছি সফরের কষ্ট ও ফিরার সময়ের মনোব্যথা হতে এবং লাভের পর ক্ষতি হতে ও মজলুমের বদ-দোয়া হতে আর আমার পরিবার ও মাল আসবাবের দুরবস্থা হতে।



## তালবিয়ার দোয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মূলকা লা শরীকা লাক।

অর্থ : আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার। তোমার কোন শরীক নেই।

বি.দ্র. পুরুষগণ জোরে এবং মহিলাগণ আস্তে আস্তে পড়বেন।

## ওমরার নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফায়াস্‌সিরহা লী ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরার ইচ্ছা করি। তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

## হজ্বে এফরাদ ও তামাত্তোর নিয়ত

এফরাদ হজ্ব অথবা তামাত্তো হজ্বযাত্রীগণ হজ্বের এহরাম বেঁধে পর এ নিয়তটি করবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ



**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় হজ্বের আকাঙ্খা করি, তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

## হজ্বে ক্বেরানের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ওয়াল হাজ্জা ফায়াসসিরহুমা লী ওয়াতাকাব্বলহুমা মিন্নি।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় ওমরা ও হজ্বের আকাঙ্খা করি, সুতরাং উভয়টাকে আমার জন্য সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

## হারম শরীফে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেন

اَللّٰهُمَّ هٰذَاالْاَمْنُ اَمْنُكَ والحَرَمُ حَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِناً فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَعَظْمِىْ وَبَشَرَ تِىْ عَلىٰ النَّار.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা হাযাল আমনু আমনুকা ওয়াল হারামু হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আ-মিনা। ফাহাররিম লাহমী ওয়া দমী ওয়া আযমী ওয়া বাশারাতী আলান নার।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! ইহা তোমার সুরক্ষিত পবিত্র স্থান। এই স্থানে যে কেউ প্রবেশ করে, সে তোমার সংরক্ষণে নিরাপত্তা পায়। দয়া করে আমার মাংস, রক্ত, অস্থি ও চর্মকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।



## তাওয়াফের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالىٰ عَزَّ وَجَلَّ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু তওয়াফা বাইতিকাল হারামে ফায়াসসিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নি সাবয়াতা আশওয়াতিন লিলাহি তায়ালা আযযা ওয়া জালা।

**অর্থ :** ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘর তাওয়াফের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে সেই সাত চক্কর (তাওয়াফ) কবুল করে নাও, মহান শক্তিমান ও মর্যাদাবান আল্লাহ তা'লার জন্য (আমি তওয়াফ করছি)।

■ এখন হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু ভীড় বেশী থাকলে দূরে দাঁড়িয়েই হাতের ইশারায় (চুম্বন করতে করতে) বলুন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আলাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

**অর্থ :** সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহরই জন্যে সকল প্রশংসা।

■ সাধারণত হাজরে আসওয়াদে সব সময় ভীড় থাকে। কাজেই তাওয়াফের সময় দূর থেকে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে হয়।

## প্রথম চক্করের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيْمَاناً بِكَ وَتَصْدِيْقاً بِكَلِمَاتِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِىْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

**উচ্চারণ :** সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়ালা হাওলা

ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা ওয়া তাসদীকান বিকালিমাতিকা ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা ওয়া হাবীবিকা সায়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুআফাতাদ দায়িমাতা ফিদ দ্বীনি ওয়াদ দুনিয়া ওয়াল আখেরাতি ওয়াল ফওজা বিল জন্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান নার।

**অর্থ :** আল্লাহ তা'য়ালা পুতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, আর আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। পাপ পরিহার ও এবাদতের শক্তি সর্বোচ্চ ও সর্বমহান আল্লাহরই দেওয়া এবং পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর বর্ষিত হউক। হে



আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার বাণীসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা মেনে নিয়ে তোমার নবী ও তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সুন্নাতকে অনুসরণ করে (আমি এই তাওয়াফ করছি)। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই সকল পাপের ক্ষমা, সকল বালা-মুছিবত থেকে রেহাই আর দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতে চাই চিরস্থায়ী শান্তি। এবং চাই বেহেশত লাভের সাফল্য ও দোযখের আগুন থেকে মুক্তি।

■ রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজীজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ দাও আর দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং আমাদেরকে নেক্কারদের সাথে বেহেশতে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।



এরপর দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন

## দ্বিতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ. فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ

وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ-
اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্না হাজাল বাইতা বাইতুকা ওয়াল হারামা হারামুকা ওয়াল আমনা আমনুকা ওয়াল আবদা আবদুকা ওয়া আনা আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া হাজা মাকামুল আয়েযে বিকা মিনান নার। ফাহাররিম লুহুমানা ওয়া বাশারতনা আলান নার। আল্লাহুম্মা হাববিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফী কুলুবেনা ওয়া কাররিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইছয়ানা ওয়াজ আলনা মিনার রাশেদীন, আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু এবাদকা। আল্লাহুম্মার যুকনীল জান্নাতা বিগায়রি হিসাব।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই হারাম তোমার হারাম, এখানকার শান্তি তোমারই



প্রতিষ্ঠিত শান্তি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তোমারই বান্দা (দাস) আর আমিও তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান। এই স্থান তোমার সাহায্য লাভ করে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবার জায়গা। (কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক) আমাদের শরীরের গোশত এবং চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দাও। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে (অন্য সমস্ত কিছু থেকে অধিকতর) প্রিয় করে দাও আর এর সৌন্দর্যকে আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দাও এবং আমাদের অন্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও, আর আমাদের সঠিক ও সৎপথ প্রাপ্তদের অর্ন্তভূক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সেই মহা দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো যে দিন তুমি তোমার সকল বান্দাদিগকে কবর থেকে জিন্দা করবে। (সে দিন) কোন হিসাব নিকাশ ছাড়াই, একান্ত অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে বেহেশতে দাখিল করো।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন - رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।



এর পর তৃতীয় চক্কর শুরু করুন

## তৃতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শাক্কি ওয়াশ শিক্বি ওয়াশ শিকাকি ওয়ান নিফাকি ওয়া সু-ইল আখলাকে ওয়া সু-ইল মানযারে ওয়াল মুনকালাবে ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়াল ওলাদ। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল কব্রি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! (তোমার সত্ত্বা ও শক্তি সম্পর্কে আমার মনে) কোনরূপ সন্দেহ (সৃষ্টি হওয়া) থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; আর (তোমার সাথে কারো) শরীক মনে করা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আরো পানাহ চাচ্ছি তোমার আদেশ নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কপটতা, কুস্বভাব ও কূদৃশ্য থেকে আর ধন, জন ও সন্তান-সন্ততির দুরবস্থা ও ধ্বংস হওয়া থেকে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার সন্তুষ্টি আর বেহেশত কামনা



করি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব (ক্রোধ) ও দোযখের আগুন থেকে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই জীবন মৃত্যুর আপদ ও বিপদ থেকে।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজীজু ইয়া গাফফারু ইয়া রব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর চতুর্থ চক্কর শুরু করুন।

## চতুর্থ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْراً وَسَعْياً مَشْكُوْراً وَذَنْباً مَغْفُوْراً وَعَمَلاً صَالِحاً مَقْبُوْلاً وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ. يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِي يَا اَللّٰهُ



مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. رَبِّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَنِي وَاَخْلِفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي مِنْكَ بِخَيْرٍ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জান মাবরুরান ওয়া সাইয়ান মাশকুরান্ ওয়া যাম্বান্ মাগফুরান ওয়া আমালান সালিহান মাকবুলান ওয়া তিজারাতান লানতাবুরা। ইয়া আলিমা মা ফিস্‌সুদুরে আখরিজনী ইয়া আল্লাহু মিনায যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মু'জিবাতি রাহমাতিকা ওয়াসস্‌ালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বিররীন ওয়াল ফাওযা বিলজান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান্‌নার।রাব্বি কান্নী'নী বিমা রাযাকতানি ওয়া বারিকলী ফীমা আতাইতানী ওয়াখলুফ আলা কুল্লি গা-ইবাতিন লী মিনকা বিখাইর।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার এই হজ্ব কবুল কর, আমার এই প্রচেষ্টা সফল কর, আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার নেক আমল কবুল কর, আর এমন ব্যবসা নসীব কর যাতে ক্ষতি নেই, হে অন্তর্যামী! আমাকে আঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও, হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাই তোমার রহমত, পাপ মার্জনার উপায়সমূহ, সব গুনাহ থেকে



বাঁচার পথ, সৎ কাজের সামর্থ, বেহেশত প্রাপ্তির সফলতা ও দোযখের আযাব থেকে নাজাত। হে প্রতিপালক! তোমার দেয়া রুজীতে আমার তৃপ্তি দাও, বরকত দাও আমাকে তোমার দেয়া নেয়ামতে; আমার ত্রুটি গুলো তোমার কল্যাণ দিয়ে পুরণ করে দাও।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাঁও

ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর পঞ্চম চক্কর শুরু করুন।

## পঞ্চম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ وَلاَ بَاقِىَ



اِلاَّ وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً لاَ نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَداً. اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اِسْتَعَاذَبِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مَحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ

اَلْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহতা যিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লা যিল্লাইল্লা যিল্লু আরশিকা ওয়ালা বাকিয়া ইল্লা ওয়াজহুকা ওয়াসকিনী মিন হাওদি নাবিয়্যিকা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শারবাতান হানীআতাম মারীআতান লা নাযমাউ বা'দাহা আবাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকা মিন খায়রি মা সায়ালাকা মিনহু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মাসতাআযাকা মিনহু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।



আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া না'ঈমাহা ওয়ামা ইউকাররিবূনী ইলাইহা মিন কওলিন আও ফে'লিন আও আমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার, ওয়া মা ইউকাররিবুনী ইলায়হা মিন কাওলিন আও ফে'লিন আও আমালিন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, পান করাও আমাকে তোমার নবী সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর হাউজ থেকে সুশীতল সুস্বাদু পানীয়; যেন এরপর আর আমরা তৃষ্ণার্ত না হই। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই কল্যাণ যা চেয়েছিলেন তোমার নবী আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (স.)। পানাহ চাই তোমার কাছে সব অকল্যাণ থেকে যা থেকে পানাহ চেয়েছিলেন তোমার নবী আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (স.)।

হে আল্লাহ! চাই তোমার কাছে বেহেশত এবং তার সব নেয়ামত আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশত লাভে সাহায্য করবে আর তোমার কাছে পানাহ চাই দোজখ থেকে এবং সে সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোজখে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

■ রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।



■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর ষষ্ঠ চক্কর শুরু করুন।

## ষষ্ঠ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوْقاً كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقاً كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ. اَللّٰهُمَّ مَا

كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.



**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলাইয়া হুকুকান কসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনাকা ওয়া হুকুকান কসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনা খলকিকা আল্লাহুম্মা মা কানা লাকা মিনহা ফাগফিরহু লী ওয়ামা কানা লেখলকিকা ফতাহাম্মালহু আন্নী ওয়া আগনিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া বিতা'আতিকা আন মা'ছিয়াতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্মান সেওয়াকা ইয়া ওয়াসেআ'ল মাগফিরাতে। আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আজীমুন ওয়া ওয়াজহাকা করীমুন ওয়া আনতা ইয়া' আল্লাহু হালীমুন করীমুন আজীমুন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বহু হক আছে আমার ও তোমার মধ্যে এবং বহু হক আছে আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাফ কর, আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাফ করানোর ভার নাও, হালাল কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও, বন্দেগীর সামর্থ দিয়ে

গুনাহ থেকে বাঁচাও, তোমার করুণা দিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও; হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর মহিমাপূর্ণ তুমি করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব, মহিমাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা কর।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার



ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিলাহিল হামদ।

এরপর সপ্তম চক্কর শুরু করুন

## সপ্তম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلاً وَيَقِيْنًا صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّكَسْبًا حَلَالاً طَيِّبًا

وَّتَوْبَةً نَصُوْحاً وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ. رَبِّ زِدْنِىْ عِلْماً وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ঈমানান কামেলান ওয়া ইয়াকীনান ছাদেকান ওয়া রিযকান ওয়াসি'আন ওয়া কালবান খাশেয়ান ওয়া লেসানান যাকেরান ওয়া কসবান হালালান তায়্যেবান ওয়া তওবাতান নছুহান ওয়া তওবাতান কাবলাল মওতে ওয়া রাহাতান ই'নদাল মওতে ওয়া মাগফেরাতান ওয়া রাহমাতান বা'দাল মওতে ওয়াল আফওয়া ইনদাল হিসাবে ওয়ালফওযা বিলজান্নাতে ওয়াননাজাতা মিনাননারে বেরাহমাতিকা ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু,



রব্বি যিদনী ইলমান ওয়া আলহিকনী বিচ্ছালেহীন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে চাই দৃঢ় ঈমান, সাচ্চা একিন, পর্যাপ্ত রিজিক তোমার স্মরণে ভীতিপূর্ণ অন্তর, তোমার স্মরণে লিপ্ত জিব, পাক হালাল উপার্জন, সত্যিকার তাওবা, মরণের আগে তওবা, মরণকালে শান্তি ও মার্জনা, মৃত্যুর পর রহমত, হিসাবের সময় রেহাই, বেহেশত লাভের সাফল্য, দোযখ থেকে নাজাত, তোমারই করুণায় হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল, হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও এবং আমাকে পুণ্যবানদের অর্ন্তভূক্ত কর।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় নিম্নের দোয়াটি পড়তে পড়তে চুম্বন করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এখন মাকামে মুলতাযেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন :

(হাজরে আসওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাঠের মাঝখানে যে স্থান তাকে মকামে মুলতাযেম বলে। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান।)



## মকামে মুলতাযেমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ
رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا
وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ. يَا ذَا الْجُوْدِ
وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ
وَالْاِحْسَانِ. اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ
الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ
وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ
مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! হে মুক্ত ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদের গর্দান ও আমাদের বাপ, দাদা, মা, ভাই-বোন এবং সন্তানদের গর্দানকে দোযখের আগুন থেকে। হে মেহেরবান! হে করুণাময়! হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর, বাঁচাও আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাঁদছি তোমার সামনে, আরজ করছি তোমার রহমতের, ভয় করছি দোযখের আযাবের, হে চির মেহেরবান! হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা-কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, সংশোধন করে দাও আমার সব কাজকে, পবিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহ সমূহ। আর চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে বেহেশতে উঁচু মর্যাদা, আমীন!



اَرْجُوْ رَحْمَتَکَ وَاَخْشٰی عَذَابَکَ
مِنَ النَّارِ یَا قَدِیْمَ الْاِحْسَانِ. اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَرْفَعَ ذِکْرِیْ وَتَضَعَ
وِزْرِیْ وَتُصْلِحَ اَمْرِیْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِیْ
وَتُنَوِّرَ لِیْ قَبْرِیْ وَتَغْفِرَلِیْ ذَنْبِیْ
وَاَسْأَلُکَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ
الْجَنَّةِ. اٰمین.

এই দোয়া শেষে মকামে ইব্রাহীমে আসুন এবং দু'রাকাত নামায পড়ুন। তাওয়াফের ওয়াজিব নামায বলে নিয়ত করবেন এবং সালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়ুন। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান -

## মকামে ইব্রাহীমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَعَلَانِیَتِیْ
فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاَعْطِنِیْ
سُؤْلِیْ وَتَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ
ذُنُوْبِیْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَاناً
یُبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْناً صَادِقاً حَتّٰی اَعْلَمَ
اَنَّهُ لاَ یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا کَتَبْتَ لِیْ وَرِضَاءً



مِنْکَ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ اَنْتَ وَلِیِّیْ فِیْ
الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِماً
وَاَلْحِقْنِیْ بِالصَّالِحِیْنَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَدَعْ
لَنَا فِیْ مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْباً اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلاَ
هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً اِلَّا قَضَیْتَهَا
وَیَسَّرْتَهَا فَیَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ
صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمْ
بِالصَّالِحَاتِ اَعْمَالَنَا اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا
مُسْلِمِیْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ غَیْرَ
خَزَایَا وَلاَ مَفْتُوْنِیْنَ. اٰمِیْنَ یَا رَبَّ

الْعَالَمِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমার অন্তর ও বাইর উভয় তুমি জান, কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল কর, তুমি যে জান আমার অভাব, পুরণ কর আমার প্রার্থনা; তুমি জান আমার মনের কথা, কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই এমন ঈমান যা অন্তরে গেঁথে থাকবে, চাই দৃঢ় প্রত্যয়, যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ সব তোমারই ইচ্ছায় হচ্ছে, চাই পূর্ণ তুষ্টি তোমার দেয়া কিসমতে, তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখেরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে মুসলিম হিসাবে, দাখিল কর আমাকে নেক বান্দাদের দলে। হে আল্লাহ! আমাদের একটি গুনাহ যেন এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে। সব মুশকিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমাদের কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও



আত্মাকে, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসাবে, শামিল কর আমাদেরকে নেক বান্দাদের মধ্যে অপমান ব্যতীত ও বিনা বাধায়। আমীন। হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হোক তাঁর দোস্ত ও আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর এবং তাঁর সব আহাল (পরিবার-পরিজন) ও আসহাবের উপর।

**পবিত্র জমজম কূপ :** সৌদি সরকার তাওয়াফের সুবিধার্থে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের হজ্বের পর থেকে পবিত্র জমজম কূপে প্রবেশের পথ সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেয়।

তাওয়াফের পর পবিত্র জমজম কূপে গমন ও পবিত্র পানি পান তরতীব হয়ে থাকলেও জমজম কূপ এরিয়ার নিকটে টেপ থেকে জমজম কূপের পবিত্র পানি পান করার যথেষ্ট সুবিধা আছে। পান করতে নিম্ন দোয়াটি পড়বেন আশা করি।

কেবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে নিম্নের দোয়াটি পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তির সাথে আবে জমজম পান করুন -

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ.

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

**অর্থ :** আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম রাসুলুলাহ (স.) এর উপর।



এরপর নিম্নের দোয়াটি পড়ুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَّرِزْقاً وَّاسِعاً وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা এলমান নাফেয়ান ওয়া রিযকান ওয়াসেয়ান ওয়াশেফায়ান মিন কুলে দায়িন।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান, সচ্ছল জীবিকা, আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

## সায়ী (সাফা-মারওয়ার দৌড়)

প্রতি হজ্ব ও প্রতি ওমরায় সায়ী করা ওয়াজিব। শুধু তাওয়াফে সায়ী নাই। অতএব, ওমরা বা হজ্বের তাওয়াফের পর সায়ী করতে হলে তাওয়াফের পর হারম শরীফের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত সাফা পাহাড়ে গিয়ে উহার উপরে আরোহণ করত, (পাহাড়ের

উপর ১০/১২ হাত উঠতে হবে) আল্লাহর ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নিয়ত করবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْعٰى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ سَعْىَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু আন আস'য়া মা বাইনাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা সাব'য়াতা আশওয়াতিন সা'ইয়াল হাজ্জে আবিল উমরাতে লিল্লাহে তা'য়ালা আজ্জা ওয়া যালা, ইয়া রাব্বাল আলামিনা।

**অর্থ :** হে আল্লাহ, আমি এরাদা করছি যে সাফা আর মারওয়ার মধ্যে দৌড়াব সাতবার। এই দৌড় হজ্জের বা উমরার, মহান ও মহাপরাক্রম আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। হে সারা জাহানের প্রতিপালক।

অতপর মোনাজাতের মত হাত উঠিয়ে তিনবার



"আল্লাহু আকবর" উচ্চস্বরে বলবেন। তারপর চতুর্থ কলেমা পড়বেন -

لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

**উচ্চারণ :** লা ইলাহা ইলা আনতা নুরাই ইয়াহদিয়াল্লাহু লিনূরিহী মাইঁয়াশাউ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহি ইমামূল মুরসালীনা ওয়া খাতামুন নাবীয়্যীনা।

**অর্থ :** (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তুমি জ্যুতির্ময়, যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ স্বীয় নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। রাসূলগণের ইমাম এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

ইহা দোয়া কবুল হওয়ার একটি স্থান। এই দোয়া পড়ে মোনাজাতের মত দুই হাত উঠিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন।

সাফা পাহাড়ের উপর এইরূপ দোয়া পড়ে পাহাড় হতে নেমে (পাহাড়ের উপর ১০/১২ হাত উঠতে হবে) মারওয়া পাহাড়ের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। সাফা পাহাড় দক্ষিণ দিকে মারওয়া পাহাড় উত্তর দিকে, কিছু উত্তর দিকে মারওয়া অভিমুখে চললে সবুজ বর্ণের একটি স্তম্ভের ৫/৬ হাত দক্ষিণে থাকতে কিছু বেগে দৌড়তে শুরু করবেন। আনুমানিক প্রায় একশত হাত দূরে আর একটি সবুজ বর্ণের স্তম্ভ মসজিদুল হারামেরই দেওয়ালের গায়ে লাগান আছে। সেই স্তম্ভ পর্যন্ত পথকে 'মাসয়া' বলে। এই পথটি দোয়া কবুল হবার একটি স্থান। এই স্থানে মনে-মুখে যত দোয়া ইচ্ছা হয় আল্লাহর কাছে চাইবেন কোন খাছ দোয়া নির্দিষ্ট নেই তবে নিম্নের দোয়াটি অবশ্যই পড়বেন

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

**উচ্চারণ :** রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আআযযুল আকরামু।

**অর্থ :** হে আল্লাহ, তুমিই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী



এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানী। তুমি আমাকে দয়া কর এবং ক্ষমা করে দাও।

তারপর যখন মারওয়া পাহাড়ের কাছে যাবেন তখন সাফার মতই মারওয়ার উপর উঠতে হবে। এখানেও সাফার উপর উঠে যেভাবে দোয়া ও তকবির বলার কথা লিখা হয়েছে তাই করবেন এবং কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন। ইহাও দোয়া কবুলের একটি স্থান। সাফা মারওয়ায় যে সাতবার দৌড়াতে হয়, এই এক দৌঁড় হল অর্থাৎ সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত আসলে এক দৌঁড় হবে। প্রত্যেক বারই পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ দোয়া করবেন। দৌড়বার সময় এদিক ওদিক তাকাবেন না। ওযু করে সতর ঢেকে আল্লাহর দিকে মন রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার মধ্যে মশগুল থাকবেন। সপ্তমবার শেষ হবে মারওয়ার উপর।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সাফা মারওয়ার সায়ীতে নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। আপনার জানামতে যে কোন দোয়া পড়তে

قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ
حَىٌّ دَائِمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرِ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ رَبِّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. وَحَسُنَ



পারেন। তবে অনেকে ইচ্ছা করলে সাতবার সায়ীর জন্য নিম্নের সাতটি দোয়া পড়তে পারেন।

## সাফা থেকে মারওয়াহ প্রথম (সায়ী) দৌড়ের দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ
الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً. وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا شَىْءَ

اَوُلـٰئِکَ رَفِيْـقـاً ذَالِکَ الْـفَضْلُ مِنَ
الـلّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْماً لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
حَقًّا حَقًّا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَعَبُّداً وَرِقًّا. لاَ
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ
لَـهُ الـدِّيْـنَ وَلَـوْ كَـرِهَ الْكَافِرُوْنَ. اِنَّ
الـصَّـفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ
حَـجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَاِنَّ
اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.



**উচ্চারণ :** আল্লাহু আকবর কবীরান, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহিল আজীমি ওয়াবি হামদিহিল কারীমি বোক্‌রাতাও ওয়াঁ আছিলা। ওয়া মিনাল লায়লি ফাছজুদ লাহু ওয়াছাব্‌বিহ্‌হু লাইলান তাবিলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাজা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু লা সাইয়া ক্বাবলাহু ওয়া লা বা'দাহু য়ুহয়ী ওয়া য়ুমিতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুন দায়েমুন বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া ইলাইহিল মাছির ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদির। রাব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররম ওয়া তাযাওয়াজ আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা-লা না'লামু ইন্নাকা আনতাল আ'আয্‌যুল আকরামু রাব্বি নায্‌যিনা মিনান নারি সালিমিনা গানিমিনা মা'আল্লাযিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যীনা ওয়াসসিদ্দিকীনা ওয়াশশুহাদায়ি ওয়াসসালিহীনা ওয়া হাসুনা উলায়িকা রাকীকা। যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ ওয়া কাফা বিল্লাহি আলিমা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হক্কান হক্কান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'ব্বুদান ওয়া রিফ্‌ফান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসিনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইঁয়াত্তাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলিম।

**অর্থ :** আল্লাহ অতি মহান। আর অসংখ্য প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। দয়ালু আল্লাহর প্রশংসা করার সাহায্যে সন্ধ্যা ও সকালে, (এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন হে রাসূল (স.) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজদা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি ওয়াদা পালন করেছেন তার বান্দা (হযরত মুহাম্মদ স.) কে তিনি সাহায্য করেছেন এবং কাফেরদের দলগুলোকে একাই পরাজিত করেছেন। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু প্রদান



করেন। তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণকর, তারই নিকট ফিরে যেতে হবে সবাইকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। হে প্রতিপালক, ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ মাফ কর, অনুগ্রহ কর আর তুমি যা জান তা মার্জনা কর। হে আল্লাহ! আমরা যা জানি না, তা তুমি সবই জান। তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। হে প্রতিপালক আমাদিগকে দোজখ থেকে রক্ষা কর। নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদবৃন্দ তথা তোমার নেয়ামতপ্রাপ্ত নেক বান্দাগণের সাথে নিরাপদ, সফলকাম ও আনন্দময় রাখ, তারাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সত্য মনে বলছি, উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহ ব্যতিত নেই কোন উপাস্য, বন্দেগীর যোগ্য কেউ নেই। এবাদত করি শুধু তাঁরই। সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্যে যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না। নিশ্চয়ই ছফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তি খানা-ই

কা'বার হজ্জ করে কিংবা ওমরাহ করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে বিনিময়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

## সাফা থেকে মারওয়াহ দ্বিতীয় (সায়ী) দৌড়ের দোয়া

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْراً. اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ



لَكُمْ دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا

وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

**উচ্চারণ :** লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস সামাদুল্লাযি লাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদা ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু শারিকুন ফিল মুলকি ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু ওয়ালিয়্যুন মিনায যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফি কিতাবিকাল মুনায্যালি উদউ'নী আসতাজিব লাকুম দা'আওনাকা রাব্বানা ফাগফির লানা কামা ওয়াআদতানা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি-আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াই য়ুনাদি লিল ঈমানি আন আ-মিনু বিরাব্বিকুম ফাআমান্না। রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়াকাফফির



আন্না সায়্যিআ-তিনা ওয়াতাওয়াফ্ফানা মাআল আবরার। রাব্বানা ওয়াআ-তিনা মা ওয়াআদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ ফিরলানা ওয়ালিইখওয়ানিনাল লাযীনা সাবাকূনা বিল ঈমানি ওয়ালা তাজআল ফি কুলূবিনা গিল্লাললিল্লাযিনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি (কাউকে) পত্নীও বানাননি, পুত্রও বানাননি, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশিদার নেই, আর দুর্বলতাও নেই, যার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে, (হে শ্রোতা) তুমিও তার মহত্ত্ব ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক আমি সাড়া দিব" আমরা তোমাকে ডাকছি, হে আমাদের

## সাফা থেকে মারওয়াহ তৃতীয় (সায়ী) দৌড়ের দোয়া

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَهُ وَاٰجِلَهُ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ
وَاٰجِلِهٖ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ
رَحْمَتَكَ. اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْماً
وَّلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ
لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اِنَّكَ اَنْتَ



প্রতিপালক, আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, তুমি যেমন ওয়াদা করেছ, আর তুমিতো ওয়াদা খেলাফ করো না, হে পরওয়ারদেগার, আমরা শুনেছি একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিতে বলেছেন তিনি তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন! তাই আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহ মাফ কর, সব অন্যায় অনাচার দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সাথে, আর তাই দাও আমাদের যার ওয়াদা তুমি করেছ তোমার রসুলদের নিকট, আর লজ্জিত করো না আমাদের কিয়ামতের দিনে। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক, ভরসা করছি শুধু তোমারই উপর, আর এসেছি তোমারই কাছে এবং তোমারই কাছে ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা কর আমাদের আর আমাদের ভাইদের যারা ঈমানের বিষয়ে আমাদের অগ্রবর্তী, বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, হে প্রভু,তুমি সত্যি বড় দয়ালু এবং করুণাময়।

الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ
وَبَصَرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ
اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً



عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى
نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتّٰى تَرْضٰى.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল খাইরা কুল্লাহু আজিলাহু ওয়াআজিলাহু ওয়া আউযুবিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি আযিলিহি ওয়া আযিলিহি আসতাগফিরুকা লিযানবী ওয়া আসআলুকা রাহমাতাকা। আল্লাহুম্মা রাব্বি যিদনী ইলমান ওয়া লা তুযিগ কালবী বা'দা ইয হাদাইতানী ওয়াহাব লি মিন লাদুনকা রাহমাতান। ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাবু। আল্লাহুম্মা আফিনী ফি সামঈ ওয়া বাসারী লা ইলাহা ইল্লা আনতা আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোওয়ালিমিন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিরিযাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা উহসি সানাআন আলাইকা আনতা

কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা ফালাকাল হামদু হাত্তা তারদা।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদের, নিশ্চয়ই তুমি সব করতে পার; হে দয়ালু, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সর্ব প্রকারের কল্যাণ যা আশু তাও, যা গৌণ তাও। আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট সব রকম অকল্যাণ থেকে, তা আশু হোক কিংবা গৌণ হোক; মার্জনা চাচ্ছি আমার গুনাহের আর ভিক্ষা চাই তোমার রহমত; হে আল্লাহ, হে প্রতিপালক আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত যেন না হই আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখানোর পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা; হে আল্লাহ, সুস্থ রাখ আমার কান ও চোখকে, উপাস্য তুমি ছাড়া আর কেহ নাই। পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম অন্যতম পাপিষ্ঠ। হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি কুফর আর দারিদ্র থেকে;



হে আল্লাহ, আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির দ্বারা তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার বখশিস দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে আর তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। শেষ করতে পারি না তোমার প্রশংসা করে, তুমি তেমন যেমনটি তুমি নিজেই বর্ণনা দিয়েছ, সব প্রশংসাই তোমার যতক্ষণ না তুমি খুশী হও। ততণ তোমার প্রশংসা চলমান থাকবে।

## সাফা থেকে মারওয়াহ চতুর্থ (সায়ী) দৌড়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. مُحَمَّدٌ

اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّمَا يَلِجُ فِیْ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِیْ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. سُبْحٰنَکَ مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ يَا اَللّٰهُ. سُبْحَانَکَ مَا ذَکَرْنَاکَ حَقَّ ذِکْرِکَ يَا اَللّٰهُ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরি মা তা'লামু ওয়াসতাগফিরুকা মিন কুল্লি মা তা'লামু ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিনু। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহিস সাদিকুল ওয়া'দুল আমিনু। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা কামা হাদাইতানি লিল ইসলামি আন লা তানযিআহু মিন্নি হাত্তা



رَّسُوْلُ اللّٰهِ الصَّادِقُ الْوَعْدُ الْاَمِيْنُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ کَمَا هَدَيْتَنِیْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّیْ حَتّٰی تَتَوَفَّانِیْ عَلَيْهِ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْراً وَفِیْ سَمْعِیْ نُوْراً وَّفِیْ بَصَرِیْ نُوْراً. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَيَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَّاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

তাতাওয়াফফানী আলাইহি ওয়া আনা মুসলিমুন আল্লাহুম্মা ইযআল ফি কালবি নূরা ওয়া ফি সামঈ নূরা ওয়া ফি বাসারী নূরা। আল্লাহুম্মাশরাহ লী সাদরী ওয়া ইয়াস্‌সারলি আমরী ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রি ওয়াসাওয়িসিস সাদরি ওয়া সাত্তাতিল আমরি ওয়া ফিতনাতিল কাবরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা য়ালিযু ফিল লাইলি ওয়া মিন শার্‌রি মা য়ালিজু ফিন্নাহারি ওয়া মিন শাররি মা তাহুব্বু বিহির রিয়াহু ইয়া আরহামার রাহিমীন। সুবহানাকা মা আবাদনাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহু। সুবহানাকা মা যাকারনাকা হাক্কা যিকরিকা ইয়া আল্লাহ।

**অর্থ :** হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার জানা সব জিনিসের ভাল, আর পানাহ চাচ্ছি তোমার জানা সব জিনিসের মন্দ থেকে, তুমি অর্ন্তযামী, নেই কোন উপাস্য, আল্লাহ ছাড়া যিনি সবার রাজা, সত্য সুস্পষ্ট; হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসুল, প্রতিশ্রুতি



রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ তেমনি আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিও না মরণ পর্যন্ত। আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম হিসেবে। হে আল্লাহ, আলো দাও আমার অন্তরে শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। হে আল্লাহ, উন্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ, সহজ করে দাও আমার কাজকে, আর পানাহ চাচ্ছি আমার মনের, সন্দেহ বিকার অনিষ্ট থেকে, বিষয় কর্মের পেরেশানী থেকে, আর কবরের ফিত্‌না থেকে। হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি সেসব জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা রাত্রে আসে। আর দিনে আসে এবং যা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। স্মরণ করিনি তোমায় তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ।

وَاغْفِرْلِیْ فِی الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰی. اَللّٰهُمَّ
ابْسُطْ عَلَیْنَا مِنْ بَرَکَاتِکَ وَرَحْمَتِکَ
وَفَضْلِکَ وَرِزْقِکَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُکَ النَّعِیْمَ الْمُقِیْمَ الَّذِیْ لَا یَحُوْلُ
وَلَا یَزُوْلُ اَبَداً. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ
نُوْراً وَّفِیْ سَمْعِیْ نُوْراً وَّفِیْ بَصَرِیْ نُوْراً
وَّفِیْ لِسَانِیْ نُوْراً وَّعَنْ یَمِیْنِیْ نُوْراً وَّ مِنْ
فَوْقِیْ نُوْراً وَّاجْعَلْ فِیْ نَفْسِیْ نُوْراً
وَّعَظِّمْ لِیْ نُوْراً. رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ



## সাফা থেকে মারওয়াহ পঞ্চম (সায়ী) দৌঁড়ের দোয়া

سُبْحَانَکَ مَاشَکَرْنَاکَ حَقَّ شُکْرِکَ
یَا اللّٰهُ. سُبْحَانَکَ مَا قَصَدْنَاکَ حَقَّ
قَصْدِکَ یَا اَللّٰهُ. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَیْنَا
الْاِیْمَانَ وَزَیِّنْهُ فِیْ قُلُوْبِنَا وَکَرِّهْ اِلَیْنَا
الْکُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ وَاجْعَلْنَا
مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ. اَللّٰهُمَّ قِنَا
عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ. اَللّٰهُمَّ
اهْدِنِیْ بِالْهُدٰی وَنَقِّنِیْ بِالتَّقْوٰی

وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা মা শাকরনাকা হাক্কা শুকরিকা ইয়া আল্লাহু। সুবহানাকা মা কাসাদনাকা হাক্কা কাসদিকা ইয়া আল্লাহু। আল্লাহুম্মা হাববিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফি কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসয়ানা ওয়াজ আলনা মিন ইবাদিকাস সালিহিনা। আল্লাহুম্মা কিনা আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা। আল্লাহুম্মা ইহদিনা বিলহুদা ওয়া নাক্কিনী বিত্তাকওয়া ওয়াগফিরলী ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহুম্মাবসুত আলাইনা মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহমাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া



রিযকিকা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকান নাঈমাল মুকিমাল্লাযি লা য়াহুলু ওয়া লা য়াযুলু আবাদা। আল্লাহুম্মাযআল ফি কালবি নূরা ওয়া ফি সামঈ নূরা ওয়া ফি বাসরী নূরা ওয়া ফি লিসানী নূরা ওয়া আন ইয়ামিনী নূরা ওয়া মিন ফাউকি নূরা ওয়াযআল ফি নাফসী নূরা ওয়া আযযিম লি নূরা। রাব্বিশরাহলী সাদরী ওয়া য়াসসিরলী আমরী। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আন য়াত্ত্বাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

**অর্থ :** হে আল্লাহ্ তুমি পাক পবিত্র, তোমার শোকর আদায় তেমন করিনি যেমনটি করা উচিত, হে আল্লাহ, তুমি পাক পবিত্র, তোমার কাছে চাওয়ার মত চাইনি, হে আল্লাহ, আয় আল্লাহ্, ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও আর আমাদের

অন্তরকে শোভিত করে দাও এবং আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও কুফরকে, দুস্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদের সামিল কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে; হে আল্লাহ, বাঁচাও আমাদের তোমার আজাব থেকে সেই দিন যেদিন তুমি আবার উঠাবে তোমার বান্দাদের। হে আল্লাহ দেখাও আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ কর আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে। আমাকে মাগফেরাত কর দুনিয়া আর আখেরাতে। হে আল্লাহ, ছড়িয়ে দাও আমাদের উপর তোমার বরকত, রহমত, ফজল আর রিয্ক। হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি সেই নিয়ামত যা স্থায়ী হবে, হাত ছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না কখনো। হে আল্লাহ, আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবন শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার জবানকে, আমার সম্মুখ এবং উপরকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও। হে প্রতিপালক, আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও এবং কর্মসমূহ সহজ করে দাও! নিশ্চয়ই



সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নির্দশন স্বরূপ। তাই যে খানা-ই-কাবায় হজ্জ করে কিংবা উমরাহ্ করে তার পক্ষে এই নিদর্শন দুটির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই, কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন এবং কদর করেন।

## সাফা থেকে মারওয়াহ ষষ্ঠ (সায়ী) দৌঁড়ের দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ
وَحْدَهُ. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

اَصْبَحْنَا وَاَمْسَيْنَا اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلاَ
قَبْلَكَ شَيْءٌ. وَالْاٰخِرُ فَلاَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلاَ شَيْءٌ فَوْقَكَ
وَالْبَاطِنُ فَلاَ شَيْءٌ دُوْنَكَ نَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْفَلْسِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَفِتْنَةِ الْغِنٰى وَنَسْئَلُكَ الْفَوْزَ
بِالْجَنَّةِ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ
وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ



الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.
اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُوْلُ
وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَمَا
يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ
عَمَلٍ. اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ اِهْتَدَيْنَا
وَبِفَضْلِكَ اِسْتَغْنَيْنَا وَفِىْ كُنْفِكَ
وَاِنْعَامِكَ وَعَطَائِكَ وَاِحْسَانِكَ

الْاَكْرَمُ. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

**উচ্চারণ :** আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু সাদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা না'বুদুইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্ত্বাকওয়া ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযী নাকুলু ওয়া খায়রাম মিম্মা নাকুলু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নারি ওয়া মা



যুকাররিবুনি ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফি'লিন আও আমালিন। আল্লাহুম্মা বিনূরিকা ইহতাদাইনা ওয়া বিফাদলিকা ইসতা'তিনা ওয়া ফি কুনফিকা ওয়া ইনআমিকা ওয়া আতাইকা ওয়া ইহসানিকা আসবাহনা ওয়া আমসানা আনতাল আওওয়ালু ফালা কাবলাকা শাইউন। ওয়াল আখিরু ফালা বা'দাকা শাইউন ওয়ায যাহিরু ফালা শাইউন ফাওকাকা ওয়াল বাতিনু ফালা শাইউন দু'নাকা নাউযুবিকা মিনাল ফালসি ওয়াল কাসলি ওয়া আযাবিল কাবরি ওয়া ফিতনাতিল গিনা ওয়া নাসআলুকাল ফাউযা বিলজান্নাতি। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আনতা আল্লাহুল আআযযুল আকরামু। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরীল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আন য়াত্ত্বাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

**অর্থ :** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর ওয়াদা চির সত্য। তিনি তাঁর বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন, কাফেরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্টভাবে তাঁরই সত্য ধর্মের উপর বিশ্বাস করে এবাদত করি, যদিও বিধর্মীগণ এ সত্য ধর্মকে অপছন্দ করে। হে আল্লাহ, আমি তোমার থেকে চাচ্ছি হেদায়েত, পরহেজগারী, পবিত্রতা এবং ঐশ্বর্য্য। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা তোমার জন্য যা আমরা বলি। আমরা যা বলি তা থেকে যা অনেক উত্তম। হে আল্লাহ, আমি তোমার থেকে চাই সন্তুষ্টি এবং বেহেস্ত এবং নাজাত চাই তোমার অসন্তুষ্টি ও দোজখ হতে। যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম দোজখের কাছে নিয়ে যায় ঐ সমস্ত কার্যক্রম হতে নাজাত চাই। হে আল্লাহ, তোমার নূরের দ্বারা আমাদেরকে হেদায়ত দান করেছ। এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে পরিপূর্ণ করেছ।



এবং তোমার ছায়া, নেয়ামত, দান ও এহসানের মধ্যে আমরা সকাল সন্ধ্যা অতিবাহিত করি। তুমিই সর্বপ্রথম তোমার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং তুমিই সর্বশেষ তোমার পরে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। তুমিই জাহের, তোমার উপরে কোন কিছু নেই। তুমিই বাতেন তোমার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। আমরা তোমার নিকট হতে দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, কবরের আজাব এবং ঐশ্বর্যের ফিত্না থেকে নাজাত চাই এবং তোমার নিকট হতে বেহেস্ত লাভের সাফল্য চাই। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, রহমত কর, মার্জনা কর, মেহেরবানী কর! নিশ্চয়ই আমরা যাহা করছি, সব তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই তুমি তা জান যা আমরা জানিনা। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ মহাসম্মানিত। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ, তাই যে খানা-ই কাবায় হজ্জ করে, উমরাহ্ করে, তবে তার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং কদর করেন।

اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ اٰجَالَنَا وَحَقِّقْ
بِفَضْلِكَ اٰمَالَنَا وَسَهِّلْ لِبُلُوْغِ
رِضَاكَ سُبُلَنَا وَحَسِّنْ فِىْ جَمِيْعِ
الْاَحْوَالِ اَعْمَالَنَا يَا مُنْقِذَ الْغَرْقٰى يَا
مُنْجِىَ الْهَلْكٰى يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوٰى يَا
مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ
يَا دَائِمَ الْمَعْرُوْفِ يَا مَنْ لَّاغِنٰى بِشَىْءٍ
عَنْهُ وَلَا بُدَّ بِكُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ يَا مَنْ رِزْقُ
كُلِّ شَىْءٍ عَلَيْهِ وَمَصِيْرُ كُلِّ شَىْءٍ
اِلَيْهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَائِذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا



## সাফা থেকে মারওয়ার সপ্তম (সায়ী) দৌড়ের দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ
الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قَلْبِىْ وَكَرِّهْ اِلَىَّ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ رَبِّ اَتْمِمْ بِالْخَيْرِ. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরান আল্লাহুম্মা হাববিব ইলাইয়াল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফি



কালবী ওয়া কাররিহ ইলাইয়াল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসয়ানা ওয়াযআলনী মিনার রাশিদীনা রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়াতাকাররাম ওয়াতাযাওয়াজ আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মালা না'লামু ইন্নাকা আনতাল্লাহুল আআযযুল আকরামু।

আল্লাহুম্মাখতিম বিল খাইরাতি আজালানা ওয়া হাককিক বিফাদলিকা আমালানা ওয়া সাহহিল লিবুলুগি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাস্‌সিন ফি জমিইল আহওয়ালি আমালানা ইয়া মুনকিযাল গারকা ইয়া মুনজিয়াল হালকা ইয়া শাহিদা কুল্লি নাজওয়া ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাকওয়া ইয়া কাদিমাল ইহসানি ইয়া দা-ইমাল মা'রূফি ইয়া মান লা গিনা বিশায়ইন আনহু ওয়া লা বুদ্দা বিকুল্লি শায়ইন মিনহু ইয়া মান রিযকু কুল্লি শায়ইন আলাইহি ওয়া মাসিরু কুল্লি শায়ইন ইলাইহি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ-ইযুবিকা মিন শাররি মা আ'তাইতানা ওয়া মিন শাররি মা মানা'তানা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানা মুসলিমীনা ওয়া আলহিকনা বিস সালিহীনা গাইরা খাযায়া ওয়া লা মাফতূনীনা রাব্বি ইয়াচ্ছির ওয়া লা তুআচ্ছির রাব্বি আতমিম

বিলখাইরি। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরীল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আন য়াত্ত্বাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

**অর্থ :** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ, আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আমার অন্তরকে ঈমানের সৌন্দের্য্যে শোভিত কর। আমার থেকে কুফর, পাপাচার এবং গুনাহসমূহ দূর কর এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত কর। হে প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর দয়া কর, সম্মানিত কর। আমাদের (গুনাহ) সম্পর্কে যা তুমি জান তাহা ক্ষমা করে দাও নিশ্চয়ই তুমি তা জান যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও অতিব সম্মানী। হে আল্লাহ, আমাদের নির্ধারিত সময়কে সুসম্পন্ন কর এবং আমাদের আশা আকাঙ্খাকে তোমার দয়া দ্বারা বাস্তবায়িত কর। তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথকে সহজ করে দাও এবং কর্মের প্রতিটি



ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান কর। হে ধ্বংস এবং মৃত্যু হতে রক্ষাকারী, হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী, হে সর্বকালের মঙ্গলকারী, হে ঐ সত্তা যার দরজায় না যেয়ে কারো উপায় নেই, সমস্ত বস্তু তাঁর নিকট হতে আসে, হে ঐ সত্তা যার উপর প্রতিটি প্রাণীর রিয্ক নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হে আল্লাহ, আমাকে যা দান করেছ এবং যা দাওনি সকল কিছুর অশুভ পরিণতি থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও, নেক বান্দাদের সাথে সামিল করে দাও। অপমান ও ফেতনায় যেন লিপ্ত না হই। হে আমার প্রতিপালক, আমার সমস্ত কর্মকে সহজ করে দাও এবং কিছুই কঠিন করো না। হে প্রতিপালক, আমার শেষ কর্মকে মঙ্গলময় কর। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ। তাই যে খানা-ই-কাবায় হজ্জ করে এবং উমরাহ করে তার পক্ষে এই নিদর্শন দুটির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন এবং কদর করেন।

*অতপর সম্ভব হলে সায়ীর মধ্যে নিম্ন লিখিত দোয়াসমূহও পড়বেন। যেগুলো মিনা, আরাফাত, মুযদালিফাসহ সকল পবিত্র স্থানে বারবার পড়া যায় এবং বৎসরের যে কোন সময়ে পড়া যায়।*

## মিনা, আরাফাত, মুযদালিফার দোয়া

- এস্তেগফার ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- দরুদ শরীফ ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া.. ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহাইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়্যুমু বেরাহ মাতিকা আসতাগিছু ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সুরা ফাতেহা ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সুরা এখলাস ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সুরা ইয়াসিন ১ থেকে ৭ বার।
- সম্ভব হলে সুরা আর রাহমান, সুরা ওয়াকিয়াহ, সুরা মুলুক, সুরা মুজাম্মিল ১ থেকে ৭ বার পড়বেন।

এছাড়া আপনার জানা অন্যান্য দোয়া দরুদ পড়বেন।

***মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফার বিশেষ আমল সারাজীবন দৈনিক আমল হিসেবে করতে পারলে ভাল হয়।***

## যেয়ারতগাহ : জান্নাতুল মু'আল্লা

কা'বা শরীফের প্রায় ১ কি. মি. উত্তরে কোরায়েশ বংশের প্রাচীন কবরস্থান জান্নাতুল মু'আল্লা অবস্থিত। এই কবরস্থানের উত্তর প্রান্তে দেওয়াল পরিবেষ্টিত এলাকায় উম্মুল মু'মেনিন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (র.) এবং রাসুল করিম (স.) এর দুই পুত্র হযরত কাসেম (র.) ও হযরত আবদুল্লাহর (র.) (তৈয়ব, তাহের) কবর শরীফ রয়েছে। ঐ এলাকায় কোরায়েশ সরদার আবদুল মুত্তালিব ও আবু তালেব সহ অন্যান্যরা শায়িত আছেন। তৎসংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা কবরস্থানের পশ্চিম দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর (র.) ও তাঁর মাতা হযরত আসমা (র.) শায়িত আছেন। তাছাড়া উক্ত কবর স্থানে বহু সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম ও বুযুরগানে দ্বীন রয়েছেন।

সেখানে যেয়ারতের সময় হাজী সাহেবানগণ



নিম্নোক্তভাবে সালাম পেশ করে থাকেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا خَدِيْجَةَ الْكُبْرٰى
اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا قَاسِمَ ابْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ زُبَيْرٍ. اَلسَّلَامُ

عَلَيْكُمْ يَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ الْمُعَلّٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

**উচ্চারণ :** আসসালামু আলায়কি ইয়া খাদীজাতাল কুবরা (র.) আসসালামু আলায়কি ইয়া উম্মাহাতিল মুমিনীনা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলায়কা ইয়া কাসেম ইবনি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবদাল্লাহ ইবনে



রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল জান্নাতিল মু'আল্লা। আসসালামু আলায়কুম ইয়া আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মীনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা।

সালামের পর নূন পক্ষে সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাস ও দরুদ শরীফ পড়বেন আশাকরি।

তাছাড়া হাজী সাহেবানগণ মক্কা মোকাররামায় আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তথা **জবলে নূর ও জবলে সাওর**-এ কষ্ট করে পরিদর্শনের চেষ্টা করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বয়স ও শারীরিক সুস্থতার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

**পবিত্র মক্কায় দোয়া কবুলের স্থান সমূহ :**

হযরত হাসান বসরী (র.) এক পত্রে পবিত্র মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখেছিলেন যে, পবিত্র মক্কায় নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দোয়া কবুল হয়। যথা-

(১) তাওয়াফ করার সময়। (২) মোলতাযেমের মধ্যে। (৩) মিজাবে রহমতে। (৪) কাবা শরীফের ভেতর (৫) জমজম কূপের নিকটে (৬) সাফা পাহাড়ের উপর (৭) মারওয়া পাহাড়ের ওপর (৮) ঐ দুই পাহাড়ে দৌড়বার সময় (৯) মাক্বামে ইব্রাহীমের কাছে (১০) আরাফাতের ময়দানে (১১) মুজদালেফায় (১২) মিনায় (১৩) শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায়।

কেউ কেউ পবিত্র কাবায় দৃষ্টি পড়ার সময়, তাওয়াফ করবার স্থানে, হাতিমে, হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামেনের মাঝখানে দোয়া কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।



# মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারত

## রওজা পাকে সালাম পেশ করা :

সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) এর রওজা মোবারকে হাজির হয়ে খুব আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করবেন :

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ.

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.



## মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারত

### মসজিদে নববীতে প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

**উচ্চারণ :** বিসমিল্লাহি ওয়াছ ছালাতু ওয়াছ ছালামু আলা রাসুলিল্লাহি, আল্লাহুমমাগফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

**অর্থ :** মহান আল্লাহর তা'লার নামে আরম্ভ করছি। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের (স.) উপর। হে আল্লাহ আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ.

**উচ্চারণ :** আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া নবীয়্যাল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া হাবীবাল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া ছাফীয়্যাল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া খায়রা খলকিল্লাহ। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা



اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ.
صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَسَلَامُهٗ دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ. اَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ

ইয়া ছাইয়্যেদাল মুরসালীন। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া খাতামান্নাবীয়্যীন। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া মাহবুবা রাব্বীল আলামীন। আচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া শাফীয়াল মুজনিবীন। সালাওয়াতুল্লাহী আলাইকা ওয়া সালামুহু দায়েমাইনে মুতালাযেমাইনে ইলা ইয়াওমিদ দ্বীন। আস্‌সালামু আলায়কা আয়্যুহান নবীয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহী ওয়াবারাকাতুহু। আশহাদু আন্নাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ কাদ বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া আদ্যাইতাল আমানাতা ওয়া নাছাহতাল উম্মাতা ওয়া কাশাফতাল গুম্মাতা ফাজাযাকাল্লাহু আন্না আফযালা মা জাযা নবীয়্যান আন উম্মাতিহি। আল্লাহুম্মা আতিহিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিআতা ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমুদা আল্লাযী ওয়াআদতাহু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি'আদ।

হযরত রাসুলুল্লাহর (স.) অসিলা দিয়ে তাঁর দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে শাফায়াতের



দোয়া করবেন।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ اَنْ اَحْيَى عَلٰى سُنَّتِكَ وَمِلَّتِكَ وَاَمُوْتَ عَلٰى دِيْنِكَ وَمُحَبَّتِكَ.

**উচ্চারণ :** ইয়া রাসুল্লাল্লাহ আসআলুকাশ শাফাআতা (তিনবার) ওয়া আতাওয়াস্‌সালু বিকা ইলাল্লাহি আন আহয়া আলা সুন্নাতিকা ওয়া মিলাতিকা ওয়া আমুতা আলা দ্বীনিকা ওয়া মুহাব্বাতিকা।

**অর্থ :** হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সুপারিশ চাইতেছি। (তিনবার) আপনার মধ্যস্থতায় আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আপনার প্রচারিত ধর্মের উপর আজীবন দৃঢ় থাকতে পারি এবং মৃত্যুকালে যেন আপনারই সত্যধর্মের উপর

এবং আপনার মহব্বতের উপর মরতে পারি।

এরপর নিম্নের আয়াতটি পড়বেন -

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّاباً رَّحِيْماً.

**অর্থ :** আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার নিকট উপস্থিত হত ও আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল (স.) ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে তারা আল্লাহ পাককে অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। সূরা-আন্-নিসা, আয়াত-৬৪।

হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) এর দরবারে সালাম আরজ করার পর দুই হাত ডান দিকে করে দাঁড়িয়ে হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক (র.) এর



খেদমতেও সালাম আরজ করে বলুন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَثَانِيَهُ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِى الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

**উচ্চারণ :** আসসালামু আলাইকা ইয়া খলিফাতা রাসুলিল্লাহি ওয়া ছানিয়াহু ফীল গারে ওয় রাফীকাহু ফীল আসফারে ওয়া আমিনাহু আলাল আসরারে আবা বাকারিনিস সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু

আনকা ওয়া আরদাকা জাযাকাল্লাহু আন উম্মতে মুহাম্মদীন (স.) খায়রাল যাজায়ে।

তারপর আরও দুই হাত সরে ডান দিকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (র.) এর খেদমতেও সালাম আরজ করুন, বলুন -

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ اَلَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلاَمَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتاً رَضِىَ اللّٰهُ عَنْكَ وَاَرْضَاكَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



**উচ্চারণ :** আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মু'মিনীনা ওমর আল-ফারুক আল্লাযি আআয্যাল্লাহু বিহিল ইসলামা ইমামাল মুসলিমীনা মারদিয়্যান হাইয়ান ওয়া মাইয়িতান রাদিয়াল্লাহু আনকা ওয়া আরদা-কা জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তারপর সামান্য পরিমাণ বাম দিকে সরে দাঁড়িয়ে উভয় খলিফাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন -

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ وَزِيْرَيْهِ جَزَاكُمَا اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ جِئْنَاكُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدْعُوْ لَنَا رَبَّنَا اَنْ يُحْيِيَنَا

## যেয়ারতগাহ : জান্নাতুল বক্বী

জান্নাতুল বক্বী মসজিদে নববীর বাবে জিব্রিলের সোজা প্রায় ২৫০ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে হযরত ফাতেমা (র.) হযরত রোকেয়া (র.) হযরত উম্মে কুলসুম (র.) হযরত যয়নব (র.) হযরত আব্বাস (র.) রসুলে পাক (স.) এর সকল সহধর্মীনিগণ (হযরত খাদিজা (রা.) ও মায়মুনা (র.) ছাড়া) হযরত ওসমান (র.) হযরত ইব্রাহীম ইবনে রাসুলিল্লাহ (স.) হযরত হালীমা (র.) হযরত ইমাম হাসান (র.) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.) হযরত ইমাম বাকের (র.) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (র.) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হযরত ইমাম মালেক (র.) এবং শোহাদায়ে উহুদসহ প্রায় দশ হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম এবং লক্ষ লক্ষ আল্লাহর মাকবুল বান্দাহগণ শায়িত আছেন।

যখন জান্নাতুল বক্বীতে প্রবেশ করবেন তখন এভাবে



وَيُمِيْتُنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَيَحْشُرُنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ.

**উচ্চারণ :** আস্‌সালামু আলাইকুমা ইয়া যজিআই রাসুলিল্লাহে ওয়া ওয়াযিরাইহে জাযাকুমাল্লাহু আহসানাল জাযাই। জি'নাকুমা নাতাওয়াস্‌সালু বিকুমা ইলা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লিয়াশফাআ লানা ওয়া ইয়াদউয়া লানা রাব্বানা আন ইয়ুহয়িয়ানা ওয়া ইয়ুমিতানা আলা মিল্লাতিহি ওয়া সুন্নাতিহি ওয়া ইয়াহশোরানা ফী যুমরাতিহি।

এরপর আল্লাহর হাবিবের উছিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারেও দোয়া করুন। মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে রওজাপাকে যেয়ারতসহ রেয়াজুল জান্নাত, আসহাবে সুফ্‌ফা ও ওস্তানাসমূহে বরকতের জন্য নফল নামাজ পড়বেন। আর পরপর ৪০ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে নববীতে মুহতরম ইমামের পেছনে তকবীর উলার সাথে পড়তে সচেষ্ট থাকবেন।

সালাম পাঠ করবেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَقِيْعِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنَ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ وَاَزْوَاجَ الْمُطَهَّرِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءُ يَا سُعَدَاءُ يَا نُجَبَاءُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

**উচ্চারণ** ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বক্বী। মিনাল মুতাকাদ্দিমিনা ওয়াল মুতাআখ্যিরিনা। আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আসহাবা রাসুলিল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলা বাইতে রাসুলিল্লাহ মিনাত তাইয়্যেবিনা ওয়াততাহেরিনা ওয়া আযওয়াজাল



মুতাহহারীনা, আসসালামু আলাইকুম ইয়া শোহাদাউ ইয়া সুআদাউ ইয়া নুজাবাউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অতপর নূনপক্ষে সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাস ও দরুদ শরীফ পড়বেন আশাকরি।

জান্নাতুল বক্বী ছাড়াও মদিনা মুনাওয়ারায় আরো ৪টি প্রসিদ্ধ জায়গা তথা **শোহাদায়ে ওহুদের যেয়ারতগাহ, মসজিদে কুবা, মসজিদে কেবলাতাইন, মসজিদে খন্দক**-এ যেয়ারত করবেন ও বরকতের জন্য নামাজ পড়বেন। আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবেন। উপরোক্ত চার জায়গা ছাড়া মদিনা মুনাওয়ারার অন্যান্য মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহে বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থাসহ প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কোন সফরসঙ্গী থাকলে সেগুলোর যেয়ারত করা সম্ভব হবে।

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন ॥

## লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। পবিত্র আরব ভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (র.)-এর বংশধর তিনি। বৃটিশ আমলের দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুলহজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র।

দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে আসছেন।

জনাব চৌধুরীর এ পর্যন্ত ২৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ১১/১২টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার প্রবন্ধের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি একাধিক স্মরণিকা / স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা দিকনির্দেশনা দান করেন।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে ১৪টি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা ফাযিল মাদরাসা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৪ সাল থেকে।

এতদ্ব্যতীত, তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও ১৯৮৮ সাল থেকে সভাপতি পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন। তিনি দেশে বহুল পরিচিত সাড়া জাগানো ৭/৮টি সংগঠন দাড় করিয়ে মানব কল্যাণে সেবাদান করে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন। তৎমধ্যে ইরান ও তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে সফল করেন।